শুনি সৌবলের ভাব বিরক্তি প্রকাশি,
উত্তরিলা ভানুমতী-বল্লভ তখন,
কি কহিলা "মাতুল আমার, মিষ্টভাষি (!)
বুঝিতে অশক্ত মম প্রবণ এ মন।" ৫৮
তাপস কহিলা তবে "অহে সুধীবর!
সুনীতিজ্ঞ শকুনের! গম্ভীর ভাবার্থক,
বাক্য তব, যদিও অবশ্য হিতকর,
তথাপিও বুঝিতে হলেম অপারক! ৫৯
কহ প্রকাশিয়া সব।" কহিলা সৌবল,
"না না, আমি কোন কথা কহিনা এমন,
——অজ্ঞ আমি জানিনে বা কি বাক্‌কৌশল?——
অসাধ্য যাহার ভাব করিতে গ্রহণ। ৬০
তবে কি না——তবে কি না এই, বলি আমি,
সত্য মিথ্যা দেখহ বিচারি হে সুজন,
যে দুঃখেতে দুঃখিত কৌরবকুলস্বামী,
এ দুঃখ——এ ক্লেশ নহে নূতন এমন। ৬১
কুরুরাজ আত্মদুঃখ যেরূপ বর্ণন,
করিলেন, তাহে মাত্র এই অনুমান,
পাণ্ডবদিগের সুখ, বীরত্ব ভীষণ,
অসহ্য সদাই যাহে, কৌরবেশ প্রাণ। ৬২
যেরূপ কৌন্তেয়গণ কুরুকুলদ্বেষী,
আমার হৃদয়ে কেন হয়, অনুমিত
বর্ণিত সকলি তব কর কি বিশেষি?
যবে পাণ্ডুবংশ-বীজ হয় অঙ্কুরিত, ৬৩
তখনি কৌরবনাথ ললাটফলকে
লিখেছেন বিধাতা এ অসুখ সকল,
নতুবা কি হেতু কেন দুশ্চিন্তাপাবকে,
দহিবে কৌরবরাজে নিরন্ত কেবল? ৬৪
কুরুনাথ-বালশত্রু কুন্তীপুত্রগণ,
আজি তাহাদের সনে নূতন বৈরতা,
উপস্থিত নয়, তবে কি হেতু এমন,
আকুল কৌরবস্বামী, কহ সেই কথা? ৬৫

যে পাণ্ডবগণে করিবারে নির্য্যাতন,
নিয়ত চেষ্টিত মোরা, শয়নে, স্বপনে,
করিতেছি সদুপায় যাহার চিন্তন,
তারলাগি কুণ্ঠিত নৃপতি কি কারণে? ৬৬
প্রবল শত্রুকে বীর, বিমর্দ্দন করা,
সহজ এমন নয়, কহ সত্য কি না?
এসকল বিষয়েতে চাই ধৈর্য্য ধরা,
কোন্ কার্য্যে প্রতুলতা, সহিষ্ণুতা বিনা? ৬৭
শত্রুর সৌভাগ্য আর শৌর্য্য বিলোকিয়া,
যার প্রতিদিন——প্রতিযাম——প্রতিক্ষণ,
শুষ্ক হয় শোণিত, ভগ্নাশ হয় হিয়া,
সেকি পারে শত্রুদলে মর্দ্দিতে কখন? ৬৮
"অয়ে কুরু কুলেশ্বর সুধীর সুবীর!
পরিহর দুশ্চিন্তা, কি চিন্তা, কিবা ভয়?
কিছু কাল ধৈর্য্য হোন, উপায় বাহির
করিব, কৌন্তেয়গণ হবে পরাজয়।" ৬৯
এত যদি কহিলা গান্ধাররাজসুত,
নীরবে থাকিতে আর নারিলা তখন,
উত্তরিলা দুর্য্যোধন, ক্রোধে অভিভূত,
মানস মন্দির তাঁর সজল নয়ন। ৭০
"কি কহিলা মাতুল!——কি কহিলা মাতুল!
অসহিষ্ণু আমি, নাহি সহিষ্ণুতা মম?
বুঝিবার ভুল——উঃ! বুঝিবার ভুল!
কে সহিষ্ণু এ দুর্ভাগা দুর্য্যোধন সম? ৭১
সহিষ্ণুতা যদি মম শরীরে কিঞ্চিৎ
না থাকিত, পাণ্ডবগণের অপমান,
সহ্য করি, কেমনেতে রয়েছি জীবিত?
এখনও দেহে বাস করিতেছে প্রাণ? ৭২
আমি কি ক্ষত্রিয়? না ক্ষত্রিয়বীর-তেজ,
আছে মম? না আমার আছে বাহুবল?
বীরত্ব? নিশ্চয়, আমি নির্ব্বল——নিস্তেজ,
ক্ষত্রকুলে জন্ম মাত্র আমার কেবল। ৭৩

কহ দেখি মাতুল ! তুমিত বিজ্ঞ অতি,
কোন ক্ষত্র——কোন্ সঙ্গীন বীরবর,
শত্রুর উন্নতি আর আত্ম অবনতি
হেরি পারে সান্ত্বনিতে আকুল অন্তর ? ৭৪
পাণ্ডবেরা জ্ঞাতি মম, শ্রেষ্ঠ কিছু নয়,
কি কি না করিলা তাঁরা অসাধ্য সাধন ?
আমাদের জগতের কোন কার্য্য হয় ?
মম সম দশায় রাজিছে সজ্জন ! ৭৫
হে মাতুল ! শস্যলক্ষ্ম এই সসাগরা
সদ্বীপা, বিপুলশস্যপূর্ণা বসুমতী,
উপরেতে একচ্ছত্র আধিপত্য করা,
তুচ্ছ নহে, পাণ্ডবেরা করিছে সম্প্রতি ! ৭৬
শুদ্ধ মম নেত্র নাহি করিল দর্শন,
অসংখ্য লোচন হেরে হয়েছে বিস্মিত,
তুমিত স্বচক্ষে করিলে নিরীক্ষণ,
রাজসূয় মহাযজ্ঞ——যাহা লোকাতীত। ৭৭
এযাগে কৌন্তেয়গণ প্রভুত্ব যেমন
দেখাইলা, এরূপ এভূমণ্ডলমাঝে,
দেখাইতে প্রভুত্ব বা ঐশ্বর্য্য এমন,
পারে কেন, আছেন কি কোন ক্ষত্ররাজ ? ৭৮
পাণ্ডবগণের বাহুদর্পেতে দর্পিত,
হয়ে গোপাত্মজ কৃষ্ণ চেদি অধীশ্বরে,
অপমান কতনা করিলা অনুচিত,
স্মরণে সেসব ক্ষোভে হৃদয় বিদরে ! ৭৯
এই ঘটনায়,——যদি কর বিবেচনা,
তবে এই ভুবনের যত রাজগণ,
সবাকার করিয়াছে ঘোর অমাননা,
কি করে তাঁহারা ?——মহাবল কৌন্তগণ ৮০
সেরূপ প্রভুত্ব আর সেরূপ বৈভব,
সেইরূপ তেজ, আর সেই অহঙ্কার,
নিরীক্ষণ করি——হায় অধিক কি কব ?
হিংসা না উপজে যার, চক্ষু নাহি তার। ৮১

আশৈশব আমার করিছে পরাভব,
দুরন্ত পাণ্ডবগণ পদে পদে প্রায়,
সহিয়া, সমরাপেক্ষি রয়েছি সে সব,
তবু কহ সহিষ্ণুতা নাহিক আমায় ? ৮২
অন্যান্য দিনের কথা করিনা স্মরণ
থাক্ তাহা সেদিন স্বসদনে পাইয়া,
বাহুবলগর্ব্বী, সেই ভীম অভাজন,
যে অপমানিলা, স্মরি দগ্ধ হয় হিয়া !" ৮৩
এই মাত্র সমানতে করিয়া বাহির,
অস্থির, হইলা কুরুপতি দুর্য্যোধন,
অক্ষিযুগে প্রবাহিত হল অশ্রুনীর,
সোষ্ণ দীর্ঘশ্বাস বীর করিলা ক্ষেপণ ! ৮৪
কহিলা গদ্গদ ভাবে বিলাপি আবার,
"আমি অতি অভাজন পুরুষত্ব নষ্ট,
স্ত্রীলোক ; তাতেই অপমান এপ্রকার,
সহ্য করি এখনো জীবনে তাঁরে রই ! ৮৫
উত্তরীয় বসনে মুছায়ে অশ্রুজল,
সাভিমানে, সকোপে কহিলা বৈকর্ত্তন,
"কহ কহ সখে, বিশেষিয়ে অবিকল,
দুরাচার ভীম, কি কহিল কুবচন ?" ৮৬
উত্তরিলা কৌরবেশ সকরুণভাষে,
"শুন" সখে কহি সেই দুঃখের সংবাদ,
একাকী পাইয়া মোরে আপন আবাসে,
যেইরূপে সে দুরাত্মা পুরায়েছে সাধ। ৮৭
যুধিষ্ঠির রাজপুরে কোন কোন স্থান,
স্ফটিকে খচিত, হেরে জল ভ্রম হয়,
উৎকরিনু বসন, স্ফটিকে জল জ্ঞান
করি, তাহা হেরিল সে ভীমদুরাশয়। ৮৮
আমি ইহা নাহি জানি, ভ্রমবিদূরিত
হল মম, ভ্রমি পুনঃ করিনু দর্শন,
অদূরেতে সরোবর সরোজ-শোভিত,
কুমুদ কাহ্লারে পূর্ণ নয়নমোহন ! ৮৯

দেখে ভাবিলাম ইহা কৃত্রিম রচন,
বাস্তবিক ইন্দ্রপ্রস্থে আছে অগণিত,
কৃত্রিম সরোসী; কিন্তু ভ্রমেতে তখন
প্রকৃত সরসী মাঝে হলেম পতিত। ৯০

কূলে যাঁরা ছিল তারা বুঝিতে সকলে
পারিল আমার ভ্রম. তখন আমার,
দহিল মানস মম যেরূপ অনলে,
বচনের শক্তি নাই তাহা বর্ণিবার। ৯১

তদবস্থ আমায় করিয়া নিরীক্ষণ,
কূলেহতে হি হি করি দন্ত বিকাশিয়া,
ক্রূর মতি বৃকোদর দুর্ম্মদ, দুর্জ্জন,
'একি! একি একি!' বলে উঠিল হাসিয়া। ৯২

হে সখে, আমার এই বক্ষস্থলোপরে,
এককালে দংশিত সহস্র বিষধর,
কিম্বা শত বজ্র ক্ষিপ্ত একবারে,
তাতেও এরূপ নাহি ব্যথিত অন্তর! ৯৩

ভীমের সে 'একি একি!' শব্দ শ্রুতিমূলে,
পশিয়া ব্যথিত মোরে করিল যেমন,
ব্যথিতে নারিত মোরে সগোষ্ঠ সকুলে,
নিধন করিয়া সেইরূপ কোনজন। ৯৪

দেখ দেখি প্রিয়সখে! করিয়া বিশেষ,
এই বক্ষস্থল মম লৌহ কি পাষাণে.
কি বজ্রে, কি দিয়া নিরমিলা সে লোকেশ
বিধাতা, যা দ্বিধা না হইল অপমানে!" ৯৫

এত কহি ওষ্ঠদ্বয় লাগিলা দংশিতে,
সজল হইল নেত্র। সুমিষ্টবচনে,
রাজসখা রাধেয় লাগিল প্রবোধিতে,
কহি 'এর প্রতিশোধ লব এইক্ষণে।' ৯৬

কুরুরাজ কহিলা—নিশ্বাস নিক্ষেপিয়া,—
"পাণ্ডবের সনে শোধ নাই আর!
একমাত্র আছে,—ভীম যথা দাঁড়াইয়া,
হাসিল, সেখানে করি শিরচ্ছেদ তার। ৯৭

শূরের নিয়ম এই চির প্রতিষ্ঠিত,
যথা অবমন্তা শূরে করে অপমান,
সেইখানে প্রবাহিয়া শত্রুর শোণিত,
পঙ্কিলে বসুধা, তবে রক্ষে আত্মপ্রাণ। ৯৮

হীনবল আমি বল, পারিব কেমনে,
সেই ভীমতেজা—ভীমমস্তক ছেদিতে?
কাজ নাই সখা মম এ ঘৃণ্যজীবনে,
উচিত না হয় এরে তিলেক রাখিতে! ৯৯

ইহ জনমের মত প্রদানো বিদায়,
দেহ সখে জন্মশোধ প্রেম আলিঙ্গন!
ভূলোকেতে আর দেখা পাবেনা আমায়,
পরলোকে যেন তব পাই দরশন! ১০০

তব স্নেহময় সহবাস প্রিয়তম,
বাঞ্ছনীয় মম সখে জন্মজন্মান্তরে,
কে আছে বান্ধব মম ভাই তব সম,
সমর্পিয়া যাই দুঃশাসনে তব করে! ১০১

বৃষকেতু সম স্নেহ করিও উহারে,
ভিন্ন ভাব মনে না করিও একক্ষণ!
লক্ষ্মণ রহিল!—তুমি প্রাণ সম যারে,
দেখ, সদা কর তার রক্ষণাবেক্ষণ। ১০২

অন্ধ পিতা মম,—তাঁরে প্রণাম কহিবে!
ভীমকৃত অপমান না পারি সহিতে,
হা! অপমানিত প্রাণ দেহেতে রহিবে
কেন? তাই চলিলাম এলোক হইতে! ১০৩

বোল ভাই দুঃশাসন স্মরণ করিয়া
জননীকে, দেখ হইও না বিস্মরণ,
তাঁর সেই সুধা—সুধাধিক স্তন্য পিয়া,
তদুচিত কার্য্য নাহি করিনু সাধন, ১০৪

কেননা, যে অবমন্তা, হায়! আমি তার,
নারিলাম শোণিতে ডুবিতে শিরাগণে,
কোন্ মুখে রাখি আমি থাকি বল আর?
কে বাঁচে, আমার মত এরূপ জীবনে? ১০৫

এইরূপ বিলাপ, করিলে দুর্য্যোধন,
দুঃশাসন, কর্ণ আর সুবল নন্দন,
যার যেই অভিমত, প্রকাশিতে সমুদ্যত,—
মর্দ্দিতলাঙ্গুল সর্প মত কর্ণ প্রথমে,
গর্জ্জিয়া গম্ভীরস্বরে, সাভিমানে, রোষভরে,
আরম্ভিলা বক্তৃতা, সরস্কাশূর-নিয়মে। ১০৬

ইতি কৌরবদ্যুতে কাব্যে দুর্য্যোধন
বিলাপোনাম প্রথমঃসর্গঃ।

বিলাপতরঙ্গিণী।

প্রথমসর্গ।

(পতি বিয়োগবিধুরা রতি।)

[যোগীশ্বর শঙ্করের নেত্রানলে কন্দর্প ভস্মীভূত হইলে তদীয় একপ্রাণাপত্নী রতি বক্ষ্যমাণরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন।]

হে জীবিতেশ্বর মম, প্রাণাধিক প্রিয়তম!
আছত বাঁচিয়ে প্রাণে, কহ সত্য করিয়া ?
না ! আর বাঁচিয়া কই ? আহা! ভস্মীভূত অই,
প্রিয়-প্রীতিময়ীমূর্ত্তি, রহিয়াছে পড়িয়া।
কেন হেন অবস্থায় মম প্রাণনাথ ?
হায় এ যে দেখি বিনামেঘে বজ্রাঘাত !
হে প্রাণবল্লভ সর্ব, এ দেহ আছিল তব,
সৌন্দর্য্যে বিলাসিজন, উপমার স্থল হে,
উপমান যার যেই, তার পরিণাম এই,
নিরীক্ষিয়া কার না, বাহিরে অশ্রুজল হে,
আমিয় উত্তুঙ্গী দশা করিয়া ঈক্ষণ,
কি কঠিনা আমি !—এই রয়েছে জীবন।
শুনিয়াছি লোকে কয়, সুকোমল অতিশয়,
কামিনীর হৃদয় একথা, মিথ্যা হইল।
একথাও সত্য নয়, যদি ইহা সত্য হয়,
আমার হৃদয় তবে, কেন দ্বিধা না হইল ?
ফলতঃ কঠিন বড় কামিনীর প্রাণ,
পাষাণ বা বজ্র নয় তাহার সমান !
প্রাণনাথ, এই প্রাণ, তোমায় করেছি দান,
জীবন যৌবন সব অধীন তোমার হে,
সেতু ভাঙ্গি জলধার, নলিনীকে পরিহার,
করি ধায় যথা, তুমি করি সে প্রকার হে,
সুচির প্রেমের সূত্র করিয়া কর্ত্তন,
চলিলে অপরিচিতজনের মতন !
ওহে নাথ প্রিয়কর, কখন অপ্রিয়কর,
কোন কার্য্য আমারত করনি সাধন হে,
আমিও বিপ্রীতিকর, কার্য্য তব প্রাণেশ্বর,
প্রাণে মম গোচরেতে করিনি কখন হে,
তবে এত অশ্রু আজি করিনু বর্ষণ,
দর্শন না দেও কেন ? হে প্রিয়দর্শন !
আগে নাথ সম্বোধন, না হইতে সম্পূর্ণ,
অর্দ্ধোক্তি মাত্রেতে, হতে উপস্থিত আসিয়া,
এবে ডাকি বারম্বার, উত্তর না কর তার,
দেখ দুঃখিনীর দশা একবার আসিয়া !
আর কেন যথেষ্ট হয়েছে হে সুজন,
প্রাণনথ পরিহাসে নাই প্রয়োজন !
করি চিন্তা বহুতর, তোমার অপ্রিয়কর,
কার্য্য কিছু স্মৃতিপথে, উদিত না হয় হে,
একমাত্র মনে হয়, কৌতুকে কেলী সময়,
করিলে প্রাণেশ তুমি, নামের বাত্যয় হে,
কাঞ্চীদিয়া আমি তোমা করিনু বন্ধন,
সেই দোষে হলে কি হে, নিঠুর এমন ?
কিম্বা এক আছে আর, সে সময় একবার,
কর্ণোৎপল তোমার করিয়া নিক্ষেপণ হে,
প্রহরিনু রোষভরে, তাহার কেশরে করে,
দুষিত, তোমার সুক্ষ্ম সুগনয়ন হে,

আজি সেই সব কথা, করিয়া স্মরণ,
বিরহদহনে, বুঝি করিছু সাহস।
হে কিন্তু প্রাণেশ্বর, কহিতে না নিরন্তর,
মোরে তুমি সম্বোধিয়া, মধুর বচনে হে,
“কে প্রিয়া তোমার সম? হৃদয়ঈশ্বরি, মম
প্রতিষ্ঠিতা হৃদয়ে রয়েছে প্রতিক্ষণে” হে,
স্ত্রীর কি আমার——আমি, কথায় তোমার,
ভুলিতাম, সত্য মিথ্যা, না করি বিচার।
আজি তব সে বচন, সত্য যত বিলক্ষণ
পরিচয় পাইলাম, করিয়া বিশেষ হে,
তব হৃদে বসে পর আমার এ কলেবর
তব সনে এখনি হইত ভস্মশেষ হে।
কই তাত হইল-না? মোহিবারে মন
কহিতে সে সব কথা?——এত প্রবঞ্চন!
মোরে রাখি ইহলোকে, গেয়ে তুমি পরলোকে,
নবীন প্রবাসী হলে, হও হও হও হে,
আমি কি এ লোকে রব? তবানুগামিনী হব,
কিছুকাল প্রাণেশ্বর, একেশ্বর রও হে,
ভালমন্দ ইথে না চিন্তির একটুক,
কিন্তু লোকদের তরে হইতেছে দুখ!
তুমি হলে অন্তর্হিত, লোক সব বিড়ম্বিত,
হইল যে প্রাণকান্ত, তব বিরহনে হে,
অতঃপর কোন্ জন, সুখমুখ নিরীক্ষণ,
করিবারে পারিবেক, এ ভবভবনে হে,
দেশীদের সুখ নাথ, তোমার অধীন,
তোমা বিনা কে সুখে রহিবে একদিন?
তোমা বিনা কে বা আর, নিশাকালে অন্ধকার-*
সমাচ্ছন্ন-সরণীতে তরণীশিখরে হে,
তুমি ঘন গরজন, হলেও,[illegible],——
পারিবে লইতে ঘর ঘর, কান্তের আলয়ে হে,
একার্য্য সাধনক্ষমা তুমিমাত্র স্মর,
কে আছে অপর——[illegible] কে জানে [illegible]।

বারুণী——সামান্যা নহে, যাহা পানে স্ফূর্ত্তি রহে,
চিন্তা ক্লেশ-লেশ, হয় বচন স্খলিত হে,
আহা! যাহা পানে হয়, আকুলিত, নেত্র দ্বয়,
বিঘূর্ণিত আর নানা বিলাসে পূরিত হে,
সে বারুণী তোমাবিনা হে রতিরমণ,
তরুণীগণের হবে ক্ষোভের কারণ।
হে অনঙ্গ, নিশাপতি, তব প্রিয়বন্ধু অতি,
হায়! হইবেন তিনি, যবে অবগত হে,
ত্যজে তুমি প্রাণ ধন, প্রণয়িনী প্রিয়জন,
বিদায় হয়েছ ইহ জনমের মত হে,
কৃষ্ণপক্ষগত বিধু হলেও তখন,
“রক্তিমূর্থা” করিবেন, এরূপ চিন্তন!
সুধাময়ী চন্দ্রিকার, কিবা প্রয়োজন আর?
সংগীত সুধার ধার, বিনোদবদন হে,
তোমাবিনা রসময়, রসশূন্য সমুদয়,
হবে, কার সাধ্য রসে, রসাইতে মন হে?
তপন আপন জ্যোতি না টকিলে অর্পণ,
আলোক কি পারে কভু রঞ্জিতে ভুবন?
চূতাঙ্কুর—ওহে স্মর, যার বৃন্ত মনোহর,
হরিত, অরুণ বর্ণে, আহা আহা আর হে
পীকের অস্ফুট স্বরে, যাহার প্রকাশ করে
বিকাশ, হইবে তাহে, এবে ধনু কার হে?
তুমি মাত্র ফুলধনু ভুবন মাঝার,
তোমা বিনা চূতাঙ্কুরে কি হইবে আর!
ওহে প্রিয় গুণাধার, টকেলে তুমি কত বার,
মধুপনিকরে ধনু-গুণে নিয়োজন হে,
তাহারা রোদনপরা, তব শোকে সকাতরা,
হেরি মোরে মম সহ করিছে রোদন হে,
কেন না করিবে?, যারা হয় প্রিয়জন
প্রিয়বিরহে [illegible] করে [illegible]!
অহে নাথ, পুনর্ব্বার, ধরি দেহ [illegible],
—উপমা [illegible] হে,

প্রেয়োক্তি-পণ্ডিত যত পীক চিরঅনুগত,
তাদেরে সুরতদৌত্যে বিনিয়োগ কর হে,
　ফুলধনু ধর, কর গুণ আরোপণ
　ভ্রমর পঁক্তিতে, হেরে জুড়াক নয়ন।
হায়রে! প্রণত হয়ে, কত কথা বলে করে,
যাচিতে যে মম কাছে প্রেম আলিঙ্গন হে,
মরি মরি আহা আহা! স্মরণ করিয়া তাহা,
যে করিছে মন——মম যে করিছে মন হে।
　কারে কব, একমাত্র মুখের বচন,
　কারে সে দুঃখের কথা করিতে জ্ঞাপন!
হে রসিক—রসরাজ, স্বহস্তে কুসুমসাজ,
কত না যতনে তুমি করিয়া রচন হে,
—সোহাগ করিয়া কত,—সাজাইলে মনোমত,
যে অঙ্গে যে অলঙ্কার হয় সুশোভন হে।
　কিন্তু নাথ! তবকৃত পুষ্পভূষা গায়
　রহিয়াছে, তুমি এবে, রহিলে কোথায়?
চরণের প্রসাধন, করিবারে প্রিয়জন,
আরম্ভিলে, হায় হায়! এমন সময় হে,
নির্দ্দয় দেবতাগণে, তোমায় স্মরিল মনে,
তুমি, সে আরব্ধকাজ, না করি সাধন,
　'এই আসি' বলে এলে আশ্বাসি আমায়,
　এতক্ষণে গেল,——তুমি রহিলে কোথায়?
"আসি" বলে এপ্রকার, কখনও গুণাধার
কর নাই বিলম্ব, কি জানি কেন, আজি হে,
কি ভাবিয়া বিলম্বহ, কহ——প্রকাশিয়া কহ?
জানি আমি তুমি নও, ধূর্ত্ত শঠরাজ হে।
　এস, বামপদ মোর অলক্তে রঞ্জিত
　করে দেও, গৌণ আর না হয় উচিত।
নাথ, সুরলোকে গেলে, কত সুরাঙ্গনা পেলে,
তোমারে তাহারা নাহি করে যতক্ষণ হে,
প্রলোভন দেখাইয়া হাবভাবে ভুলাইয়া,
প্রেমাধীন করে ছিলে এ রতি যেমন হে,
　ততক্ষণ আমি করি অনলে প্রবেশ।
　আরোহণ করি তব প্রিয় অঙ্কদেশ।
না, না, এই বড় দুঃখ, হতেছে——বিদরে বুক!
কহিতে, যদিও আমি, নহি সুশিক্ষিত হে,
তবু অপবাদ রবে, সকল লোকেতে কবে
স্মর বিনা রতি ছিল, ক্ষণেক জীবিত হে।
　রতির পক্ষেতে এত নহে সাধারণ,
　অপবাদ,——তাইতে বিষাদে পোড়ে মন।
হে বল্লভ, কিবা কব! শবদেহ লয়ে তব,
চিতানলশায়ী হব, নাহি পথ তার হে,
বিধির কি বিড়ম্বন, সশরীর সজীবন,
হরকোপহুতাশন দহিল তোমায় হে।
　অপার এ দুঃখ আর না হয় সহন!
　কোন্ অভাগিনী ভাগ্যে ঘটে বা এমন?
হে নাথ, স্বকীয় ক্রোড়ে, ধনুটি রাখিয়া জোরে,
সারল্য সাধন তার করিতে করিতে হে,
প্রিয়সখা মধুসহ, মধু কি?——পীযূষাবহ,
বিবিধ রহস্যকথা, কহিতে কহিতে হে,
　ঈষদ নয়নাপাঙ্গে একবার একবার,
　হেরিতে যে, তাই মনে হতেছে আমার।
হা হা হা! প্রাণবল্লভ, সুচিরদুর্লভ তব,
মধু, যিনি স্বহস্তেতে করিয়া চয়ন হে,
কুসুম, কুসুমায়ুধ! বিরচিয়া তবায়ুধ,
করিতেন তব করে আদরে অর্পণ হে!
　কোথা তিনি? না তাঁরেও তোমার মতন,
　হরনেত্রানল শিখা করিল দাহন!
না, ঐ দাঁড়ায়ে মধু, বঁধুর সুচিরবঁধু,
অহে বঁধু-বঁধু-মধু, কর দরশন হে,
তোমার বঁধুর কায়, ভস্মময় মাত্র হায়!
বিকীর্ণ করিছে তাহা পোড়া সমীরণ হে।
　এই দশা স্বচক্ষে করিয়া নিরীক্ষণ,
　পারিবে কি দেহে প্রাণ করিতে ধারণ?

অহে অহে ও বসন্ত! এলেন সুহৃদ তব,
বসন্ত——আসিয়া তাঁরে কর সম্ভাষণ হে,
আগে শুনে নাম যাঁর, ত্যজি মম হৃদাগার
আইতে, এলেন তব সে সুহৃজ্জন।
প্রমদায় প্রেম বটে চঞ্চলিত হয়,
সুহৃদে তাহার কভু নাহয় ব্যত্যয়।
হে নাথ, মনোভব! এই সখা ছিলা তব,
পার্শ্বে থাকি, সুরাসুর সহ একগত হে
তব ধনু——পুষ্পশর! যার পুষ্পময় শর
ছিলা মৃণালীর সূত্র,—তার অনুগত হে।
এমন সখারে নাহি করি সম্বোধন,
নীরবে রয়েছ তুমি কঠিন এমন?
হে বসন্ত পোড়া বিধি, হরি মম পতিনিধি,
স্ত্রীজাতি জানি যে মোরে অর্দ্ধবধ করিল!
লতাশ্রয় তরুবরে, করী বিদলিলে পরে,
লতা কি হে বাঁচে?—মম সেই দশা ঘটিল?
প্রাণেশের প্রাণ বিধি হরিল যখন,
আমায় বধার বাকি কি আর তখন?
যা হোক হে ঋতুরাজ! বন্ধু তুমি,——বন্ধুকাজ
কর, আমি স্বামী শোকে, হয়েছে ব্যথিত হে।
দেহ চিতা সাজাইয়া, তাহে দেহ সমর্পিয়া
পতির পশ্চাতে আমি হই প্রধাবিত হে,
গমন করিতে হয় পতি পাছে পাছে,
অচেতন প্রকৃতিরো এপ্রকৃতি আছে।
সাক্ষী দেখ, নিশাকর, অস্তমিত হলে পর,
চন্দ্রিকাও লুপ্ত হয় নাহি থাকে গগনে হে,
বিদ্যুৎ জলদ সহ, লয় পায়, জেনে কহ,
পতি বিনা আমি কৈছে রহিব কেমনে হে?
পল্লব তল্পের তুল্য অনল চিতায়,
পশি প্রাণেশের অঙ্গ বিলেপিয়া কায়।

অহে বন্ধু. কত দিন, হয়ে অনুরোধাধীন
রচে দিলে আমাদিগে কুসুমশয়ন হে,
আজি প্রণমিয়া পায়, তব সখা-প্রিয়া চায়.
চিতাশয্যা, পুরাও তাহার আকিঞ্চন হে।
হওনা কৃপণ ইথে ওহে গুণাধার!
রাখিব না প্রাণ—প্রাণে কি কাজ আমার?
চিতা আরোহিলে আমি—জানত আমার স্বামী
আমা ছাড়া তিষ্ঠিতে নারেন একক্ষণ হে,
অধিক কি আর কব, অবিদিত নহে তব?—
মলয় সমীরে, প্রজ্বালিও হুতাশন হে।
দেখ যেন বিস্মৃত হওনা কদাচন
সখা-শোকে—শোকে কিছু থাকেনা স্মরণ।
চিতাগ্নি নিবিলে পর, দিও তাহে প্রিয়বর,
আমাদের উদ্দেশেতে একাঞ্জলি জল হে,
তব সখা পরকালে, মম সহ এককালে,
সেই জল পান করি হইবে শীতল হে।
হে মধো! তোমার সখা আমার সহিত,
ভোজন করিয়া বড় হইতেন প্রীত।
অধিক কি আর কব, অনন্তর হে মাধব,
পিণ্ডদান কালে তব সখার কারণ হে,
চঞ্চল পল্লবান্বিত, চূতাঙ্কুর সুশোভিত
করিও অর্পণ সখে,—করিও অর্পণ হে,
তব সখা চূতপত্র চূতের মঞ্জরী,
ভালবাসিতেন, তাই অনুরোধ করি।*

ইতি রতিবিলাপো নামে
প্রথম সর্গ।

---

* কুমারসম্ভব [illegible]

বিবেকোদয়।

ইচ্ছা হয় দেবগণে করি নমস্কার,
না, না, বশীভূত তাঁরা পোড়া বিধাতার!
তবে বিধাতারে বন্দি,—তাহে কিবা ফল?
তিনি কর্ম্মফল দান করেন কেবল।
কর্ম্মের আয়ত্তে যদি রহিল সে ফল,
দেবগণ, বিধাতায় বন্দিয়ে কি ফল?
সে কর্ম্মের চরণেই করি নমস্কার,
যার পর বিধাতার নাই অধিকার*।

আত্মজ্ঞানে বিবেকে, নির্ম্মলমতি যাঁরা,
অহো! কি দুষ্কর কর্ম্ম সাধেন তাঁহারা!
যে ধন বিবিধ উপভোগের আধার,
অবাধে সে ধনে যান করি পরিহার;
পূর্ব্বেতে যে ধন মোরা পাইনি কখন,
এখনো কল্পনা করগত যেই ধন,
কিছুকাল পরে যে পাইব সেই ধন,
কোনমতে নাহি জন্মে বিশ্বাস এমন,
আশায় কেবল করি গ্রহণ যাহারে,
হায় কি আশ্চর্য্য! নারি তাহা ত্যজিবারে!

ধন্য গিরি-গুহা-বাসী তপোধনগণ!
জ্যোতির্ম্ময়ব্রহ্মে, ধ্যানে ধ্যান অনুক্ষণ।
মনোমাঝে মনোময়ে করি দরশন,
আনন্দেতে আনন্দাশ্রু করেন ক্ষেপণ,
নিঃশঙ্কে তাঁদের অঙ্কে করি আরোহণ,
ধারাবাহী সেই অশ্রু পিয়ে পক্ষিগণ!
হায়রে আমরা মাত্র আশাতে কেবল,
রচি কেলীকুঞ্জ, বাপী, রম্য হর্ম্যতল!
কল্পনায় সুখমাত্র করি আস্বাদন,
খেলাচ্ছলে পরমায়ু পরিবর্ত্তন!

আরম্ভ যতন শীর্ণ! শরীর-সদন,
জরা ব্যাধি এসেও করিল আক্রমণ!
ব্রাহ্মণ গৃহজনগণ পোষণের আশা,
প্রায় মন পুর হতে তুলিয়াছে বাসা!
পোড়া বিধি প্রতিকূল, পীড়ায় পীড়ায়,
শ্রেয়স্তত্ত্ব আজো হৃদে স্ফূর্ত্তি নাহি পায়!

বিষয় যে নশ্বর চিরদুঃখের বিষয়,
কার মনে একথাটী না হয় উদয়?
কিন্তু কুহকিনী আশা সেই যে অমরী!
আশার না ভাঙ্গে বাসা কি উপায় করি?
দেহের স্নেহেতে আছি হইয়া মোহিত,
এমনত নয়, মনে হতেছে উদিত,
নশ্বর শরীর, তবু গৃহ প্রতি ধায়,
গাঢ়তর অনুরাগ হায় একি দায়!
উপাস্য যে একমাত্র নিত্য নিরঞ্জন,
মনোমাঝে একথা প্রকাশে ক্ষণেক্ষণ,
প্রকাশিলে কি হইবে? বিষয় বাসনা,
প্রতিকূল হয়ে তায় করে বিড়ম্বনা।
একিরূপ দৈবী ক্লেশ হায় হায় হায়!
বুঝা নাহি যায়—কিছু বুঝা নাহি যায়।

দহন দারুণ ক্লেশ কিছু না জানিয়া,
পতঙ্গেরা প্রাণত্যজে প্রদীপে পড়িয়া;
না জেনে আমিষ সহ বড়িশ গিলিয়া,
অবোধ মীনেরদল মারা পড়ে গিয়া।
বিষয় বিপদজালে বিষম জড়িত,
আমরা একথা মনে জানি সুনিশ্চিত,

* শান্তিশতক হইতে পরিগৃহীত।

তবু তাহা তাজিবারে প্রাণ বাহিরায়!
মোহের মহিমা কিবা হায় হায় হায়!

জ্ঞানী হইয়াছি; কিন্তু জ্ঞানার কারণ,
কখনই কই নাহি জ্ঞানার শরণ;
গৃহিজন যোগ্য যত সুখ অনুভব,
ক্রমেঃ পরিহার করিয়াছি সব;
কিন্তু সন্তোষেতে পূরি মনের ভাণ্ডার,
সে সকল কখন করিনি পরিহার;
বাতাতপ-শীত-ক্লেশ সহিয়াছি কত,
কিন্তু কভু হই নাই তপস্যায় রত;
ভেবে মরিয়াছি কত করে "ধন ধন"
কিন্তু ধ্যানি নাহি তবু কভু নিত্যধন!
ফলত ঋষিগণ যত যত অনুষ্ঠান,
করেছেন, করিয়াছি সকলি সমান,
কিন্তু তাঁহাদের তাতে ফলেছে সুফল;
আমরা মনের ক্লেশ ভোগিয়া কেবল!

যাহা অস্ত্র শস্ত্র ভয় করি প্রদর্শন,
খান কয় গ্রামের প্রজায় নিপীড়ন
করিতেছে, তোষামোদে উৎসাহিত হয়ে,
খ্যাত হল তারা "পৃথ্বীপতি" নাম লয়ে।
আমরাও হতবুদ্ধি হয়েছি এমন,
করিয়াছি তানেক্কী বিদ্যা অধ্যয়ন,
তবু রত আছি সদা তাদের সেবায়!
এর সম নির্ব্বুদ্ধিতা কি আছে কোথায়?
সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্তা, ভুবনভাবন্,
ভ্রমেও করি না তাঁরে মনেতে গণন।

ত্রিজগৎ অধীশ্বর একমাত্র যেই,
পুরুষপ্রধান—যাঁর তুল্য আর নেই,
একাগ্রমনেতে যাঁরে করিলে সেবন,
অনায়াসে আত্ম-পদ করেন অর্পণ।
থাকিতে এমন প্রভু দয়ার নিধান,
পুরুষ অধমা আছে যাহার সমান
অসংখ্য, যে জন এক গ্রামের ঈশ্বর,
অত্যল্প দানেতে যার কাতর অন্তর,
এমন জনের সেবা করিবার তরে,
ফিরিতেছি অন্বেষিয়া নগরে নগরে।
হায়রে! কি মূর্খ মোরা নাহি কিছু জ্ঞান,
মূর্খতা কি আছে আর ইহার সমান?

হায় সংসারেতে আসি কি কাজ না করিলাম
লোভের প্রলোভে জন্ম বিফলেতে হরিলাম!
রত্ন আশে যত্ন করি, কূপবারি সেচিলাম!
হায় হায় কাচ মূল্যে চিন্তামণি বেচিলাম!

ভুজঙ্গনিচয় পবন ভক্ষয়,
করিলা নিয়ম ধাতা।
কাহার স্মরণ, না চাহে কখন,
অবনত করি মাথা,
অযতনের পায়; মৃগ সমুদায়
তৃণাঙ্কুর তুলে মুখে,
নাই কোন ক্লেশ, তাতেই সন্তোষ,
স্থলীতে ঘুমায় সুখে।
মানব সকলে, বলী বুদ্ধিবলে,
কৈলা বিধি এপ্রকার,
এভব সাগর, যদিও দুস্তর,
পারে তা হইতে পার।
কিন্তু নরগণে, যে বৃত্তি অর্জ্জনে
ফেলেছেন পোড়া বিধি,
তাহা উপার্জ্জিতে, ভাবিতে চিন্তিতে
হারায় সে গুণ নিধি!

ধন্য ধন্য মৃগগণ! ভয়ানক দরশন
ধনীদের মুখ সদা নাহি দেখ সভয়ে।
নিয়ত স্বাধীনে রও, কাহার অধীন নও,
চাটু বাক্য নাহি কও, যোড় হস্তে বিনয়ে।
ধনীদের সাহস্কার বাক্য শুনা সাবধার
তোমাদের শ্রুতি যুগ, না করে ব্যথিত হে
সে আজ্ঞার ভার লোয়ে, আশার অধীন হোয়ে
এখানে ওখানে সদা, না হও ধাবিত হে।
নির্ঝর জল, নিরা খাও, নব তৃণাঙ্কুর খাও,
ক্ষুদ্র পোক প্রভুকার্য্যে বাধা নাই তায় হে
কহ, আমি পায় ধরি, কোথা কোন তপ করি,
লভিলে এরূপ সুখ সেবা সমুদায় হে?

মৃগগণ আজীবন লব্ধ তৃণ মূলাশন
করিয়া, জীবিত কাল, অনায়াসে কাটিছে।
ধনী পানে নাহি চায়, ধমক নাহিক খায়,
তার আজ্ঞা মাত্র নাহি প্রাণপণে খাটিছে।
সর্ব্বদা স্বাধীন আছে, দীনতা কাহার কাছে,
না প্রকাশে, যদৃচ্ছালাভেতে সন্তোষিত রে।
আমরি কি সুবিচার! শুনে লাগে চমৎকার,
এরা নাকি পশু আর আমরা পণ্ডিত রে?

নিজে আমি ভালরূপে ভুক্তভোগী হয়ে,
কহিতেছি, এই সংসারেতে জন্ম লয়ে,
যাচঞা এ পরাভব করিতে স্বীকার,
না হয় কাহার——যেন না হয় কাহার!
হে ভাই, যাচঞা নয় সামান্য কেবল,
যেমন জরার ইহা ধিক্কারের স্থল,
মান ম্লান করিবারে যশোস্বরূপিণী,
সদ্‌গুণশালিতা গর্ব্ব বিনাশকারিণী।
যাহারে করিতে হল যাচঞা স্বীকার,
গুণগর্ব্ব বল তাঁর কি রহিল আর?

কোথায় চলেছ ভাই সত্বরে এমন?
—যেখানে নিয়ত বাস করে ধনীগণ।
কেন তথা, তোমার কি আছে প্রয়োজন?
—কোন রূপে করিবারে জীবিকা অর্জ্জন।
যাচঞার ধনে করা জীবিত যাপন,
স্ব ভব যায় তাহা নিশ্চিত বচন।
শুন ভাই, বলিতেছি ফল প্রার্থনার,
আগে ভাগে লাভ হয় তাহাতে ধিক্কার*।
বটে বটে পাওয়া যায় পরে কিছু ধন,
সে ধনত ধন নয় ফলতঃ নিধন।

প্রাণের কি কঠিনতা হায় হায় হায়!
বুঝাব কাহায়—হায়! বুঝাব কাহায়?
কঠিন—পাষাণ যদি না হইত প্রাণ,
দেহগেহে তবে কি করিত অবস্থান?
"চাই" এই কথা মুখে বেরোত যখন,
তখনি করিত ত্যাগ শরীরসদন।
যাহোক, আমায় আমি দিতেছি ধিক্কার
এসকল মনে আমি জানিয়াছি সার,
তবু মিছে মনে করি বিয়োগের ভয়,
"চাই" সকলের কাছে, নাই জ্ঞানোদয়!

কমলের দলে যথা চঞ্চল জীবন
শরীরসদনে তথা চঞ্চল জীবন,
হায় তবু এই পোড়া প্রাণের কারণ,
কি কি নাহি করিলাম অজ্ঞের মতন!
ধনের কণার লোভে যারা অজ্ঞমন,
লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া তাঁদের সদন,
আপনিই আপনার গুণের আলাপ
করিয়া, সঞ্চয় কত করিলাম পাপ!

---

* ধিক্কার তিরস্কার।

"বিষয় ঘৃণার বাস, কি ছার তাহার আশ,
নশ্বর শরীর এত প্রেমাস্পদ নয় রে!
বয়স ত স্থায়ী নয়, সুজন স্বজনচয়
সহ পথপরিচয় কতক্ষণ রয় রে?
আজি যার সম্মিলনে, সুখিত হতেছি মনে,
বিরহের হুতাশনে কাল সেই দয় রে!
পথিকের যোগ যথা, বলিয়া দুচার কথা,
লক্ষ্যস্থলে গেলে পরে বিচ্ছেদিত হয় রে!
তাই বলি এসংসার, নহে কিছু প্রশংসার
নীরস, ইহাতে সার কিছুই না পাই রে!
কেবল অসুখ সার, করা ইহা পরিহার,
সুজনের উচিত, সন্দেহ কিছু নাই রে।
এরূপ অনেক কথা, শুনিতেছি যথা তথা,
কহিতেছে অনেকেতে সদা সর্ব্বক্ষণ রে!
কিন্তু যেইরূপ বলে, কাজে সেইরূপ চলে,
অবনীতে এইরূপ কজনের মন রে!

ভবসুখ সমুদায় বিদ্যুৎ স্ফুরণ প্রায়,
চঞ্চল, বিরামে করে মোহ উপস্থিত রে।
যে সুখ অস্থায়ী হেন, হায় তাহা ত্যজি কেন,
নিরমল শম-সুখে নাহও সুখিত রে!
শুক শাবকের মত, স্পষ্টাক্ষরে অবিরত,
যখন তখন ইহা পাঠ করে যাই রে।
কিন্তু এ কি চমৎকার! মনোমাঝে একবার,
ভাবের সঞ্চার হায় লেশমাত্র নাই রে!

ভিক্ষাপ্রাপ্ত ভোজ্য মাত্র ভোজন সম্বল,
আয়তন প্রান্ত গৃহ, শয্যা ভূমিতল,
নিজ দেহভার মাত্র পরিজন ভার,
ছিন্ন কন্থা পন্থা মাত্র দেহ ঢাকিবার!
হায় এ খেদের কথা কহি আর কারে?
তবু মন বিষয়াশা নারে ত্যজিবারে।

হে উদর! সাধুবাদ করি হে তোমার,
শাকে তুমি পরিতোষ করহ স্বীকার।
পোড়া হৃদয়ের আশা সহস্রে পূরণ,
হয় না,—হয় না ইহা দুষ্পূর এমন!
কিছুতেই পরিতৃপ্তি নাহি জন্মে যার,
কেমনে সাধুতা তার করিব স্বীকার?

শরীর শোকের পাত্র পরিণাম ধাম,
অমেধ্য আশ্রম, ভূতে বাঞ্ছে অবিরাম,
ক্ষণকাল দেখহ করিয়া বিবেচনা,
কি কি না অবস্থা এর হয় সংঘটনা!
সাধু পদবীতে যেতে অভিলাষ যার,
এ হেন দেহেতে স্নেহ উচিত কি তার?
বুঝিতে নাপারি কিছু কেন কেন তবে
"আমার আমার" বলে যত্ন করে সবে?

এদেহ কি? শুক্র শোণিতের পরিণাম,
মৃত্যু আক্রমিয়া ইহা আছে অবিশ্রাম,
শোকের আশ্রয় ইহা, রোগের নিবাস,
কোন্ কোন্ দুঃখ এরে নাহি করে গ্রাস?
জেনে শুনে এসকল অবিবেকী দলে,
মগ্ন হয়ে অবিদ্যালাবণ্য-সিন্ধুজলে,
এই দেহ করে কত রমণীয় জ্ঞান,
কভু বাঞ্ছে কান্তা, ক্ষেত্র, কখন সন্তান।

বিচারবিমূঢ় মূর্খজনের নিকটে,
এসংসার সুন্দরতা কতনা প্রকটে!
বস্তু বিচারিয়া যদি দেখে একবার,
সংসারে কিছুই তবে পাইবেনা সার।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

কে ওক কল্লোলিনী।

(প্রথম কথা।)

কবিরাজ খুড়ো।

(গত প্রকাশের পর।)

এখন সো দোর কথা আরম্ভ করা যাক্। মহারাজ নির্ব্বোধ চূড়ামণি, অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। কিন্তু তিনি আজ কালকার বেরেল্লা বাবুদের মত নিতান্ত লম্পটের ন্যায় ব্যবহার করিতেন না। মধুকরের একটী ফুলে মধুপান করিয়া তৃপ্ত হয় না, এফুলে ওফুলে উকি ঝুঁকি মারিতে কসুর করেনা; কিন্তু আমাদের চূড়ামণি, আহ্লাদীর প্রেমে এরূপ মুগ্ধ ছিলেন, যে অন্যদিকে চোক তুলে চাইতে অবকাশ পাইতেন না। তিনি আহ্লাদীর "রামবল্লভ" ছিলেন, উঠ বল্লে উঠতেন, বোস বল্লে বস্‌তেন, যদি আহ্লাদী তাঁকে ডান হাতে খেতে বলিত, তবে তিনি ডানহাতে খেতেন, যদি বাঁহাতে খেতে বলিত তবে তাতেই রাজি! আহ্লাদী, মহারাজের নয়ন-পুতুল ছিলেন। এমন কি, এক মূহূর্ত্তের নিমিত্তও নয়নের এদিক ওদিক হতে দিতেন না। কিন্তু সোহাগীর নাম মাত্র সোহাগী ছিল, সে শ্বশুর বাড়ী আসিয়া এক তিলের জন্যেও স্বামীর সোহাগ কেমন জানিতে পারে নাই; নির্ব্বোধ তাঁকে সোহাগ করিলেত তার সোহাগী নাম সার্থক হইবে? স্ত্রীলোককে আর২ লোকে হাজার ভালবাসুক, সোহাগ করুক না কেন, স্বামী যদি আদর এবং সোহাগ না করে তবে তাহার পক্ষে সকলি মিথ্যা; রমণীর স্বামীই ধর্ম্ম, স্বামীই সকল। সতীস্ত্রীর পক্ষে পায়ের পুষ্পাঘাত হতেও স্বামীর পদাঘাত কোমল। কিন্তু বেরেল্লারা অনুগতা শরীরের আধখানা যে স্ত্রী, তাকে একদিনের তরে ভাল মুখে দুটো কথাও কয়না, তাও তারা কৃপণের কড়ী খরচের মত জ্ঞান করে থাকে! বাহিরের বেধরক গালাগাল তাদের গায়ে পুষ্পবৃষ্টি বোধ হয়, ঘরের স্ত্রী ফুল বেলপাতা দিয়া পূজা করিলেও তাতে মন ওঠেনা। কি আপদ!!! যেমন মধুর কটোরায় মাছি পড়িলে, আর তার উঠিবার শক্তি থাকেনা; সেইরূপ কুটিলার কুহকে পড়িলে কাপুরুষদের দফা ঠাণ্ডা হইয়া যায়! যদি দৈবাৎ কেহ জলে ডোবে নদী একেবারে তাহাকে উদরস্থ করেনা, একবার, দুবার, তিনবার ভাসান দিয়া তোলে, কিন্তু প্রেমের সাগরে পড়িলে সে অনুগ্রহ টুকু পাবার যো নাই। পড়্‌লেন কি তলিয়ে গেলেন!! তবে কপাল গুণে যে ব্যক্তি সদুপদেশের চরায় ঠেকিয়া যায়, তারই অকুলে কূল পাওয়ার ভরসা। আমাদের নির্ব্বোধ একেইত নির্ব্বোধ, তাতে আহ্লাদীর আহ্লাদে একেবারে আটখানা হইয়া পড়িয়াছেন। রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে বিবাহ করে দুর্ব্বাসার অভিশাপে যেমন বিস্মৃত হয়েছিলেন, সোহাগীর তেমন কিছু অভিশাপ হয় নাই, আহ্লাদীর গাঢ় অনুরাগ নির্ব্বোধকে সোহাগীর বিয়ের কথাটী ভুলাইয়া দিয়াছিল। যেমন শিশির পড়াতে কমলফুল বিশ্রী হয়, সোহাগীর সোনার কমল মুখখা সেইমত স্বামীর অনাদরে দিন২ বিশ্রী হয়ে পড়ে। খাইতে, শুইতে, উঠিতে বসিতে সোহাগীর চোকের জল শ্রাবণের ধারার মত প-

ড়িতে থাকিত। তার মনের ভেতর বিরহ আগুন অহরহ হুহুকরে জ্বলাতে সে একেবারে শুকায়ে তম্রাস্তি হইয়াছিল, সে মনের দুঃখ কইতে একটী মানুষ পেত না। তার দুঃখের কান্না শুনাবার জন্যে নিজের কান দুটী, প্রবোধ দেবার জন্যে আপনার মনটী মাত্র ছিল। জগতে এমন লোক নাই যে মনের বেদনা চিরদিনই সহ্য করে থাকিতে পারে? হয় সে বিরলের সনে, আপনার মনের কথা খুলে, নয় পরমেশ্বরকে লক্ষ করে কেদে কেটে বলে। সোহাগীর ভাগ্যে তাই ঘটেছিল, সে বিরলে বসে চোকেরজলে অভিষিক্ত হয়ে, যে সকল গান গাইত, পাঠকগণ তার গোটা দুই শুনুন——

রাগিনী খাম্বাজ তাল খেমটা।

"আমার মনে যে আগুন জ্বলে সই,
কেউ তা দেখেনা।
বন পোড়ে সকলে দেখে, আমার মন পোড়ে
কেউ দেখেনা।
চাল জলে ছাড়িতে দিলে,
ভিতরে তাব যেমন জ্বলে
উপর দেখে কেউ কখন,
ঠাওরাতে তা পারে না।"

———

গীত।

"সইরে নারি বলিতে?
মনোদুঃখে মনে সদা থাকি জ্বলিতে!
বোবার স্বপনে যেম প্রকাশিতে নারে,
মনোদুঃখ মনে রেখে থাকি গুমরিতে!
যদি কেউ বুক চিরে দেখে সই আমার,
এখনিষা গেছে পুড়ে পাবে দেখিতে।
রমণী জনম জানি কত পাপে হয় লো,
গড়েছে কি নারী বিধি দুঃখ সহিতে!"

———

সোহাগী এই রকম সময়২ দুঃখের গান গাইত। ফলতঃ তার দুঃখের পার ছিল না।

যখন কপাল ভাঙে, তখন চারদিক হতেই কেবল বিঘ্ন বিপত্তি ছোড়া তীরের মত পড়ে, আবার যখন কপালে আড়ি দেয়, তখন কেবল চারিদিক হতে সহস্র প্রকার ভালই ঘটনা হয়। কোন সূত্রে যে মঙ্গল হয়, আগে কিছুই ঠাওরা যায় না! ঈশ্বরের এই লীলাইত বুজে উঠা ভার!

একদিন বেলা দুপুর উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, সূর্য্যের তেজে কাঠ ফেটে যাচ্চে। বেহাল বেকার মানুষের মত ঘুরে মরে যে কুকুর গুলো, তারাও আর ঘুরতে না পেরে ছায়ায় শুয়ে পড়ে হ্যাঁ হ্যাঁ করে জিভ নাড়্তে লেগেছে। পক্ষীধূর্ত্ত কাকগুলও গাছের ডালে বশে আল্‌সেকুড়ে মানুষের মত ঝুম্‌তে লেগেছে। এই সময়ে অতি দীন দরিদ্রেও একমুট শাক শূক্তো যা জুড়ে এসে পেটে দেয়। কিন্তু সোহাগীর পেটের আগুন অম্নিই রয়েছে! পেটের আগুন হতে বিরহ আগুন বড়! যার মনের মধ্যে এই আগুনের একরত্তি ফিন্‌কুটী পড়েছে, তারে কি আর ক্ষুধানলে কাতর করিতে পারে? সোহাগীর ক্ষিধে তৃষ্ণা নাই। কেমন ধারা স্বামির সোহাগী হব, কি কল্লে পর স্বামির সুনজরে পড়্তে পারবো, এই ভাবনাতেই তার খাবার দাবার বেলা চলে যাচ্চে, তবু তার খোজ নাই।

এমন সময় সেই কবিরাজ খুড়োর যশোঁর চ্যাঁড়ারা গোয়ালিনী উপস্থিত। দেখ্লে কি সোহাগীর চোকের জলধারা বেয়ে পড়্তে লেগেছে। দূর হতে দেখ্লে বোধ হয় তার আর প্রাণ নাই, যেন আঁকা ছবি একখানি!

গোয়ালিনীর আগে আগেও সোহাগীর কাছে যাতায়াত ছিল, সে সোহাগীর দুঃখের কারণ জানিত। তখন তার সেই অবস্থা দেখে গোয়ালিনীর বড় মমতা হল। আদর করে বলিল "ছোটরানি! এমন করে রইচো কেন? আহা! তোমার সজলনেত্র, মলিনবদন দেখে যে আমার পরাণটা বেরো বেরো কচ্চে! আহা সতীলক্ষ্মী স্বামীর ভাবনা ভাব্‌তে২ সোণার শরীরটাকে এককালে কালী করে ফেল্লে! তবুত রাজার দয়া হয় না! তাঁর চোক থাক্‌লে তো! মা! তুমি আর কেঁদোনা, পরমেশ্বর এতদিনে তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন। আমি এমন এক ওষুধের খোঁজ পেয়েছি যে, সে ওষুধ খেলে পর, রাজা তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাক্‌বেন। আমি কাল সেই ওষুধ তোমায় খামাকা করে এনে দেব। সে বড় প্রত্যক্ষ ওষুধ, সকলেই খাটে।"

এইকথা শোনামাত্র সোহাগীর যেন মৃতশরীরে পাচপরাণ এলো, হাতে যেন আকাশ পেলে। একেইত স্ত্রীলোকদের টোট্‌কা ওষুধে অচলাভক্তি, তাতে সোহাগীর স্বামির সুও হতে যে রকম আগ্রহ, গোয়ালিনীর কথা বেদবাক্যের মত বিশ্বাস হল। সে চোকের জল পুচে, ব্যগ্র হয়ে বলিতে লাগিলো, "গোয়াল্‌নি! তুমি কি সত্যি বল্‌চো,? মাথা খাও, না মা তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হয় না, বুঝি তুমি আমাকে সান্ত্বনা করেচো" গোয়ালিনী, "না, ঈশ্বরের দিব্বি! আ রাম! চোকের মাতা খাই, আমি ঠিকই বলেচি। কালই সে ধন্বন্তরী ওষুধ এনে দেব। ওষুধ আমার পরক করা। খাওয়া মাত্রই রাজা হাজার কাজ ফেলেও তোমার কাছে উপস্থিত হবেন।" সোহাগী "না, সত্যি! সে ওষুধ কেমন কর্ত্তে হবে? যদি রাজাকে খাওয়াতে হয় তবেইত বিভ্রাট! তিনি কি আমা পানে ফিরে চান্‌, না আমার ঘরে একতিল বসেন, যে ওষুধ খাওয়াব?" গোয়ালিনী "না, না, ওষুধ তোমাকে খেতে হবে।" সোহাগী, "তা হলে যাহোক, আমার তাতে কবুল, যদি প্রাণ দিয়েও প্রাণেশ্বরকে পাই, তাও আমার ভাল" গোয়ালিনী, "তোমায় আর প্রাণ দিতে হবে না। ওষুধের গুণেই রাজা তোমার হয়ে পড়্‌বেন। ওষুধের অসাধারণ ক্ষমতা! যেমকার ওষুধের গুণে শিব পার্ব্বতীকে বুকের উপর তুলে নাচাচ্চেন, জান?"

সোহাগী, গোয়ালিনীর এইরূপ কথা শুনিয়া কহিল, তবে এখনি ওষুধ আনিয়া দাও? গোয়ালিনী কহিল, "এত উতলা হৈও না। এই আমি ওষুধ আনিতে চলিলাম। ওষুধের দাম চাই।" সোহাগী নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "আ অদেষ্ট! আমার কি আছে, যে দেব, আমি রাজার রাণী হয়েও কাঙ্গালিনীর বাড়া হয়েছি। এখন আমার একটী পয়সাও দেবার যো নাই। যদি ওষুধের গুণে কখনও স্বামির সো হতে পারি, কবিরাজকে, আর তোমাকে যা দেবার তাই দেবো।" গোয়ালিনী, আচ্ছা তাই ভাল, বলিয়া আমাদের কবিরাজ খুড়োর কাছে চলিয়া গেল। সোহাগী, তার আসার অপেক্ষা করে চাতকিনীর মত চেয়ে রইলো।

গোয়ালিনী খুড়োর কাছে সোহাগীর সমুদয় কথা খুলে খেলে বলিল, খুড়ার ওষুধে অচলবিশ্বাস। অমনি হাঁ বলিয়া আপনার হলওয়ে সাহেবের চোদ্দপুরুষ, সকল রোগের ওষুধ নয়, সকল অবস্থা সোধরাবার কল্পতরু ওষুধ! খানিকটা দিয়ে, যেমনঃ ক-

রিতে হবে, সব বলে দিলেন। গোয়ালিনী ওষুধ লইয়া সেই মত সব সোহাগীকে বুঝিয়া সুঝিয়া দিয়া বাটী চলিয়া গেল।

ওষুধ পাইয়া সোহাগীর সাহস বাড়িল। কতক্ষণে রাত্রিপ্রভাত হয় এই দেখতে লাগিল, সারারাত ওচপাচ করে জেগে রইল। কখন বা মনে করে, ঠাকুর করে ওষুধের জোরে একবার স্বামির কাছঘেঁস হতে পারি, তবে তাঁর কাছে কেঁদে কেটে কোন মতে একটুক দয়া ভিক্ষা পাবই পাব। তিনি কি আমার দুঃখে একটুকও দুঃখিত হবেন না? অবিশ্যি হবেন। আমি একবারে তাঁর গলা ধরে পড়বো। অভিমান করে প্রথম২ কথা কবনা। না না তা করা হবে না। কি জানি যদি চটে যান। আবার মনে করে, যদি এবার ওষুধ বৃথা হয়, তবে আর এ প্রাণই রাখ্‌বোনা।

এই রকম চিন্তা করিতে করিতে রজনী প্রভাত হয়ে গেল, কাক সকল কা কা করে উড়লো, মুরগীরা কুক্কুরু-কু শব্দ করে প্রভাতের সংবাদ প্রচার করিতে লাগিল। সোহাগী একেই ব্যগ্রা হয়ে ছিল, প্রভাতের মুখ দেখেই খুড়োর ওষুধ ধন্বন্তরী বলে সেবন করিল।

যত বেলা চড়িতে লাগিলো, সোহাগীর ততই দাস্ত হতে লাগিল, একেই বিরহে ক্ষীণা, দীনা, মলিনা, তাতে পূর্ব্বের দিন অনাহার, জোলাপের ওষুধ ভয়ানক রকম। সোহাগীকে একবারে বিছানায় শুইয়ে ফেলিল। এক২ বার দাস্ত হয়, সে মনে করে এই বুঝি রাজা এলেন, কারো পায়ের সাড়া পেলে ভরসা পায়, আবার তা ভ্রম জানিতে পারিলে আশার বাসা ভেঙে যায়, মর্ম্ম বেদনার বৃদ্ধি হয়। সোহাগী প্রায় ১॥ প্রহর পর্য্যন্ত এইরূপ আশা আর নিরাশায় সুখ দুঃখ ভোগিল, ভাগ্যে রাজদর্শন ঘটিয়া উঠিল না।

এমন সময় রাজার একজন দাসী কোন কারণে সোহাগীর ঘরে আসিয়া দেখে সে জীবন্মৃত প্রায় বিছানায় পড়িয়া ওষুধের ফল ভোগ করিতেছে। তখন দাসী সোহাগীকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার সেই অবস্থার কারণ বুঝিতে পারিল।

দাসীর মন তখন সোহাগীর পতিভক্তি দেখিয়া, দয়ায় গলিয়া পড়িল। সে নির্ব্বোধের নিকট যাইয়া এক ধোঁকা দিয়া তাহাকে আহ্লাদীর নাম করিয়া বলিল, "মহারাজ চলুন, আপনার আহ্লাদী ত যায়! ভারি অসুখ, যদি দেখতে চান, শীঘ্র চলুন" নির্ব্বোধ এই কথা শুনিয়া অমনি তটস্থ হইয়া অন্তঃপুরে যাইতে উদ্যত হইলে, দাসী তাঁকে সোহাগীর ঘরে লইয়া গেল। নির্ব্বোধ আহ্লাদীর অসুখ এই কথা শোনা মাত্র একবারে আকাশ দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়াছিল, সোহাগীকে, আহ্লাদী ঠাউরাইতে না পারিয়া বলিল, "আহা! আমার সোহাগিনী এমন হয়েছে! আমার অদেষ্ট মন্দ!!" এই বলিয়া সোহাগীকে কোলে লইয়া বসিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিল।

সোহাগী স্বামির এইরূপ কথা শুনিয়া মনে করিল, ঈশ্বর বুঝি সদয় হলেন, ওষুধের গুণ এতক্ষণে ধরিয়াছে। নৈলে যে স্বামী এতদিন একবারও আমাকে মনে করেন নাই, চোক তুলে চান নাই, তিনি এককালে আমার জন্যে এমন অস্থির হয়ে পড়্‌বেন কেন? যা হৌক আমি খানিক চুপ করিয়া থাকি।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

হতভাগ্য শিক্ষক !

(প্রহসন ।)

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পল্লিগ্রাম- আতাইগঞ্জ ।

প্রবোধচন্দ্র শিক্ষকের বাসা ।

প্রবোধ একান্তে আসীন ।

প্রবোধ । (স্বগত সখেদে) হা ঈশ্বর ! " ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে । " আমার অদৃষ্টে তাই ঘটেছে ! বন্ধু বান্ধব, জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলেই জানে আমি বেশ সুখে আছি, সাহায্যকৃত স্কুলের শিক্ষক, ১৫ টাকা বেতন পাচ্চি, এদিকে যে " নাম গোয়ালা, কাঁজি ভক্ষণ " তার খোঁজ কে রাখে ? আমি যত সুখে আছি, তা আমি জানি আর পরমেশ্বরই জানেন ! অথবা আমার মত যার অবস্থা সেই জানে ! কতদিন ধরে বাড়ীর চিঠি পত্র পাইনে, মন ভারি অস্থির হচ্চে । একেইত টানাটানীর সংসার, ঘরে বৃদ্ধা মা, নবপ্রসূতি স্ত্রী, ছেলেটীকে নিয়ে না জানি কত কষ্টই পাচ্চে । আমি নিতান্ত দুর্ভাগা ! পরিজন প্রতিপালন কত্তেও অক্ষম ! আমার জীবনে ধিক্ !

[দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ।

দয়ালের প্রবেশ

আসুতে আজ্ঞা হোক্ । কবে এসেছেন ? অনেক দিনের পর সাক্ষাৎ——"

দয়াল । আজই এ গ্রামে আসা হয়েছে ; রাম কুমার বাবুর কাছে কিছু প্রয়োজন ছিল । তাঁর ও খানে শুন্‌লাম, আপনি এখানকার স্কুলের পণ্ডিত, তাই ভাবলাম, একবার দেখাটা করে যাই ।

প্রবোধ । আমার সৌভাগ্য, যে এমন কুস্থানে থেকে আর এমন কুচাকুরী করেও আপনার সাক্ষাত পেলাম ।

দয়াল । বলেন কি মশায় ! আমরা জমিদারের সরকারে জমাদারী প্রভৃতি অধম্য কাজ করি, অমরা বটে একদিন এমন কথা বল্‌তে পারি । পণ্ডিতীর মত কি আর সুখের চাকুরী আছে ? ঝাক্কা নাই হাঙ্গামা নাই, মামলা নাই, মোকদ্দমা নাই, কেবল বিদ্যাচর্চ্চায়, জ্ঞানচর্চ্চায় আছেন, মাসং সরকার হতে ১৫ টাকা বেতন পাচ্চেন । ফলতঃ শিক্ষকতা বড় সুখের কর্ম্ম ! নিকাশ প্রকাশ কিছুই নাই । বড়২ বিজ্ঞলোকেরা শিক্ষকতা কর্ম্মের প্রশংসা করে গিয়াছেন ।

প্রবোধ । মশায়, যে শিক্ষকতার প্রশংসা কচ্চেন, আমাদের ভাগ্যে তা নয়, আমাদের কর্ম্ম, মুজরী হতেও ঘৃণিত !——"

দয়াল । বলেন কি মশায় ! আপনাদের তুল্য সুখী প্রায় আর দেখতে পাইনা, তবে কি না, আপনারা যেমন পরিশ্রম করেন, সেই রূপ বেতন পান না । ১৫ টাকা ! এতেই যা বলেন ।

প্রবোধ । মশায় ! যদি সময় মত এই ১৫ টাকা পেতাম, তা হলেই যথেষ্ট হত । তা যত পাই——"

দয়াল । কেন ? আপনারা হচ্চেন গবর্ণমেণ্টের চাকর ; বিশেষতঃ এডুকেশান ডিপার্টমেণ্টের । আপনারা মাসেং বেতন পান না, কেমন কথা ! বরং আমরা জমিদারের মধ্যে চাকুরী করি, আমাদিগের বটে সুসার অসুসার দেখতে হয় ।

প্রবোধ । বোধ হয়, আপনি সাহায্যকৃত স্কুলের নিয়ম জানেন না ?

দয়াল । মোটামোটী জানা আছে । স্থানীয় লোকেরা যত টাকা চাঁদা দেন, গবর্ণমেণ্টও তত টাকা সাহায্য করেন, তার পর ছাত্রবেতন আছে, তা দিয়া

আছে খরচ চলে থাকে। এই নিয়মে না সাহায্যকৃত স্কুল স্থাপিত হয়?

প্রবোধ। হাঁ, এই নিয়মই——"

দয়াল। আপনার স্কুলের কত টাকার চাঁদা?

প্রবোধ। ২৫ টাকা।

দয়াল। (সবিস্ময়ে) এত অল্প! এ গ্রামেত অনেক বড় ২ মানুষ রয়েছেন, এঁদের অনেকেই বিদ্যোৎসাহী বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন।

প্রবোধ। এই চান্দাতেই তার পরিচয় পাচ্চেন, তারপর যদি এই ২৫ টাকার ভিতরের খবর শোনেন, অবাক্ হয়ে থাকবেন।

দয়াল। ভেতরের খবর কেমন?

প্রবোধ। শুনুন বলচি। প্রথমতঃ এই গ্রামের কয়েকজন মুখসর্ব্বস্ব সুশিক্ষিত স্কুল স্থাপনার উদ্যোগ পান, এরা একত্র হয়ে বিলক্ষণ উৎসাহ সহকারে এক সভা করেন, সেই সভায় এই গ্রামের সকল মহাশয়েরই আগমন হয়, ডিপুটী ইন্সেপ্‌ক্টর মহাশয়েরও আসা হয়, সভায় বিদ্যাশিক্ষার উপকারিতা, স্কুল স্থাপনার আবশ্যকতা, চান্দা দেওয়ার কর্ত্তব্যতা নিয়ে বড় ২ বক্তৃতা হয়——"

দয়াল। তার পর?

প্রবোধ। তখন সভায় উপস্থিত সকল ব্যক্তিই উৎসাহে পরিপূর্ণ, যার যা ইচ্ছা চান্দার বইয়ে স্বাক্ষর করলেন, একবারে চান্দায় মাসিক ৪০ টাকা সাক্ষরিত হল। ডিপুটী বাবু চান্দা দাতাদিগে প্রশংসা করে ধন্যবাদ দিলেন, আর ঐ পরিমিত টাকা গবর্ণমেণ্ট হতে আনুকূল্য মঞ্জুর করায়ে দেবেন, অঙ্গীকার কল্লেন।

দয়াল। তার পর?

প্রবোধ। তার পর চান্দা আদায়ের নিমিত্ত—"

দয়াল। স্কুল না বসতেই চান্দা?

প্রবোধ। স্কুল ঘর আর বেঞ্চ টুল সকল তৈয়ার করাতে চাই।

দয়াল। ভাল বলে যান।

প্রবোধ। স্কুল স্থাপনার প্রধান উদ্যোগীরা চান্দা আদায়ে প্রবৃত্ত হলেন, সভার প্রথমে অনেকে মাসিক চান্দা দিতে স্বাক্ষর করেন, কিন্তু দেবার সময় কেউ বা তা বার্ষিকে ফেল্লেন, কেউ বা স্বাক্ষরের অধিক কিছু দিয়ে একবারে চান্দা হতে নাম খারিজ করে নিলেন।

দয়াল। (সবিস্ময়ে) বটে! তার পর?

প্রবোধ। প্রথমবারে গড়ে ৫০ টাকা উঠলো, তাই দিয়ে স্কুলের ঘর টুল, বেঞ্চ, প্রস্তুত করান হল। ডিপুটীবাবু ২৫ টাকা বেতনে একজন মাষ্টের আর ১৫ টাকা বেতনে আমায় পণ্ডিত নিযুক্ত করে পাঠালেন। (সজল নয়নে) মশায়, এই সুখের পণ্ডিতী নিতেও আমাকে কম কষ্টভোগ কত্তে হয় নাই।

দয়াল। কেমন? আপনি না নর্ম্মালস্কুলের প্রথমশ্রেণীতে পড়ে সার্টিফিকট পেয়েছিলেন, শুনেছিলাম?

প্রবোধ। মশায়, এখনকার দিনে সার্টিফিকট হতে উপরোধের জোর জেয়াদা। তা যাহোক পণ্ডিত হয়ে এলাম। যতদূর সাধ্য, পরিশ্রম করে ছাত্রদিগে পড়াতে লাগলাম, দুমাস পর গবর্ণমেণ্ট ২৫ টাকা সাহায্য মঞ্জুর কল্লেন।

দয়াল। কেন ২৫ টাকা যে? চান্দায় না ৪০ টাকা স্বাক্ষর হয়?

প্রবোধ। মশায়, স্বাক্ষরের বেলায় অনেককে পাওয়া যায়, কিন্তু "দ্যাও ধরবার" সময় অনেকেই পেছু হটেন, যাঁরা এই ২৫ টাকার চান্দায় রইলেন তাঁদের মহিমা শুনুন ত।

দয়াল। বলুন দেখি।

প্রবোধ। গবর্ণমেণ্টের নিয়ম এই, স্থানীয় দাতব্য

মুনায় আরম্ভ করে বিল পাঠালে পর সাহেবের টাকা মঞ্জুর হয়ে বিল আসে, তবে টাকা পাওয়া যায়। এখনকার চাঁদা মাসে২ আদায় হওয়া দূরে থাক, ৩ ৪ মাসেও একমাসের চান্দা আদায় হয় না, আমার উপরের মাষ্টার বল্লেন, তাঁকে নাকি ডেপুটী বাবু বলেদিয়েছেন, চান্দা আদায় না হলেও হয়েছে, রূপ স্বীকার করে বিল লেখে পাঠাতে হবে। নতুবা গবর্ণমেণ্টের টাকা পাওয়া যাবে না। আমরা বিলে ঐরূপ লিখে দিতে আরম্ভ কল্লাম,——”

দয়াল। মশায়! কষ্ট হবেনা, এত একপ্রকার আপনাদের গবর্ণমেণ্টকে ঠকান হোল।

প্রবোধ। তার সন্দেহ কি? মশায় যখন প্রথম এইরূপ স্বাক্ষর কর্ত্তে কলম ধরি, তখন যে মর্ম্ম কিরূপ দুঃখিত হয়েছিল, তা জগদীশ্বরই জানেন। হাতের কলম আর চলেনা! আমরা পশু হতেও অধম,—পাপিষ্ঠ, জেনে শুনে প্রতারণায় লিপ্ত হলেম! কি করি পেটের দায়ে সকলি স্বীকার! এখন গবর্ণমেণ্টের দাতব্য, আর ছাত্রদের বেতনই আমাদিগের জীবনোপায়।

দয়াল। ছাত্রবেতন কত আদায় হয়?

প্রবোধ। টাকা দশ।

দয়াল। তবে যেন আপনাদের স্কুলের ২৫ টাকা সরকারী দাতব্য, আর ছাত্রদের বেতন ১০ টাকা, মোটে ৩৫ টাকা ওঠে, মাষ্টারের বেতন ২৫ টাকা গেলে বাকী থাকে দশ টাকা। আপনি মাসে২ এই দশ টাকা পান?

প্রবোধ। তাই কৈ? ছাত্রদের বেতনের ৪।৫ টাকা স্কুলের বাজেখরচ যায়। ৫ কি ৬ টাকা মাত্র পাই, সঙ্গে একটী চাকর, বাসাভাড়া আছে, এতে কি ভদ্রলোকের পোষায়?

দয়াল। কেন, না হয় মাষ্টারবাবুকে ২০ টাকা দিন, আপনি ১০ নিন।

প্রবোধ। তার যো কি? আমি হচ্ছি নীচের [illegible] মাষ্টারবাবুর হাতেই সব। তিনি আদায়-তৌল টাকা আসামাত্রেই আপনি আগে আপনারটী কেটে নেন, আর আমাকে চান্দা আদায় করে বেতন নিতে বলেন। ছাত্রদের বেতনও তাঁর কাছে জমা হয়, তিনি কোনমতে সরকারী টাকা না পাওয়া পর্য্যন্ত তাই দিয়ে বাসাখরচ ইত্যাদি চালান। মশায়, আমি বেচারাই চোরের চাকর! আমাকেই স্বয়ং চান্দা সাধতে যেতে হয়, কি করি পেটের জ্বালায় তাও স্বীকার! কিন্তু যেয়েও সুসার নাই। যাঁরা বাইরে বড় বিদ্যোৎসাহী, চান্দার বইয়ে যাঁদের কাছে ৪০।৫০ টাকা চান্দা বাকী রয়েছে। তাঁদের কাছে ১০।১৫ দিন ওমেদারী করে ২ টাকা আদায় করা ভার হয়। দেখুন না চান্দার বই, কতজনের নাম বাকী খাতে দেখতে পাবেন।

[চান্দার বহী প্রদান।

দয়াল। (বহী লইয়া পাঠ) শ্রীযুক্তবাবু মাধবচন্দ্র চৌধুরী,—মাসিক ॥০ আনা, বাকী ২০ টাকা, শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র মুখর্য্যা,—মাসিক চান্দা ২ টাকা, বাকী ৪০ টাকা———ইনি না, একজন ডিপুটী ইনেস্পেক্টর? এর কাছে এতবাকী!

প্রবোধ। দেখে যান।

দয়াল। শ্রীযুক্ত উমাচন্দ্র দাস হেডমাষ্টার—মাসিক চান্দা ১ টাকা, বাকী ২০ টাকা। ইনি এত বাকা রেখেছেন? কি আশ্চর্য্য! ইনি অবাদে মাসে ৫ টাকা দিতে পারেন। শ্রীযুক্ত মোহনলাল বসু, সেরেস্তাদার, ——মাসিক চান্দা ১ টাকা, অগ্রিম ২৫ টাকা। ইনি কে? এমন দয়ালুপুরুষ এগ্রামে আছেন?

প্রবোধ। মশায় ইনি কুমিল্লার জজ আদালতের সেরেস্তাদার, ইনি বড় দয়ালু পুরুষ, এর কাছে এই অগ্রিম টাকা পাওয়াম আমার গত পূজায় বাড়ী যাওয়া হয়, নৈলে সম্বৎসরের পর যে পরিবারের সঙ্গে একবার সাক্ষাত, তাও হওয়া দুর্ঘট হত।

দয়াল। কেমন?

প্রবোধ। [illegible]দের সকল কথাত বলেছি,

গত পূজায় সকলেইত থলীকেকে দিছেন, আজ কাল করে ষষ্ঠী উপস্থিত, মোট পাঁচ টাকা আদায় কল্লাম, পাওনাদারেরা সুদী কাপুড়ের ২০।২৫ টাকা নেবে, কি করি, কিছুই স্থির পাইনে, শেষে মস্তিষ্কে পড়িলে এই সেক্রেটারী মহাশয়কে সব কথা খুলে বল্লেম, তিনি আমার দুঃখে দয়ার্দ্র হয়ে ২৫ টী টাকা অগ্রিম দিলেন। তারই ২০ টাকা এখানের পাওনাদারদিগকে দিলাম। আর ৫ টাকা নিয়ে বাড়ী যাই। নবমীর দিন পৌঁছি।

দয়াল। কি দুঃখ! পূজার সময় আমাদের চাকর বেহারারাও ৪০।৫০ টাকা নিয়ে বাড়ী যায়। আপনি এসব কথা ডিপুটি বাবুকে বলেন না কেন? অনত্রে না হয় বদলি হোন। এরূপ পেটের থেকে কতদিন বেগার খাটিবেন?

প্রবোধ। তাঁকেও বলতে বাকী নাই। গত পূজার মাসেক পূর্ব্বে অত্যন্ত কষ্টে পড়ে ২।৩ টাকা খরচ করে ডিপুটীবাবুর কাছে গেলাম। সদর ষ্টেসনে যেয়ে শুনি তিনি বাড়ীতে গিয়েছেন, সেখান হতে হেঁটে তাঁর বাড়ীতে গেলাম, গিয়ে তাঁকে কেঁদেকেটে সকল দুঃখের কথা বল্লেম, তিনি চাঁদাদাতাদের প্রত্যেকের নামে ১।১ খান চিঠি লিখে দিলেন, আমি সেই চিঠি গুলিকে ইষ্টীকবচের ন্যায় গলায় বেঁধে স্কুলে এলাম।

দয়াল। তারপর?

প্রবোধ। এসে, ডিপুটীবাবু যাঁদের কাছে চিঠি লিখে দিয়াছিলেন, তাঁদের কাছে নিয়ে গেলাম, চিঠি পেয়ে, কেউ বা ২।৪ টাকা দিলেন, কেউ বা দেই দিচ্ছি বলে টাললেন, কেউবা বল্লেন, আমার ছেলে এখন এস্কুলে পড়েনা, চাঁদা দেব কেন? কেউ বা ভারি চটে উঠলেন।

দয়াল। এতেও আবার চটা!

প্রবোধ। চোটবেন না, আমি তাঁদের নামে ডিপুটী বাবুর কাছে গেল্লা করেছি, বলে চটলেন, কেউ [illegible]তে ২। বল্লেন "এ চিঠিখানিও আর [illegible] জিলাধের এক্তাহার নয়, যে হুকুম তামিল না কল্লে মাজায় কোমর হবে। দান করা ইচ্ছা, হয় করলাম, না হয় না করলাম, এত সব সুপারেশ কি?"

দয়াল। মশায়ের কথা শুনে আমি একবারে হতবুদ্ধি হয়েছি। যাঁরা পয়সাকে এত ভালবাসেন, তাঁরা প্রথমতঃ স্বাক্ষর করেন কেন? প্রতিজ্ঞা করে পালন না করা যে ভারি অধর্ম্ম।

প্রবোধ। মশায়, প্রকৃতধর্ম্মজ্ঞান অতি অল্পকের আছে, প্রকারে যশ কিনে, নাম কাটাতে অনেকেই মূর্ত্তিমান।

দয়াল। তবে আপনার উপায়?

প্রবোধ। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক) আর উপায়, বাড়ীতে যা কিছু ছিল, ২ বৎসর পণ্ডিতি করে প্রায় সকল গুলি ধ্বংস করলাম। বল্লে কে প্রত্যয় করবে? ২ বৎসরে আমার বেতন হল, ৩৬০ টাকা তার মধ্যে ৭০ টাকা মাত্র পেয়েছি। এতে পেটের ভাত পেঁাদের কাপড়ই হওয়া ভার, তদ্রূপ অকালে পড়ে মরছি। আমাদের অপেক্ষা আপনারা সহস্র গুণে সুখে আছেন।

দয়াল। হাঁ এ অবস্থার সঙ্গে তুলনা কল্লে আমরা ভালই আছি, বোধ হয়। যাহোক আপনি অন্যত্র কর্ম্মের চেষ্টা পান। কোন জমিদারের মধ্যে কি কোন আফিসে——"

প্রবোধ। মশায়, চেষ্টার আর ত্রুটি করি নাই, গত জ্যৈষ্ঠমাসে এখানকার ডিপুটি মাজিষ্ট্রেটের আফিসে একটী ৮ টাকা বেতনের কর্ম্ম খালী হয়, ডিপুটি মাজিষ্ট্রেটটী ইংরাজ হলেও মধ্যে২ আমাদের স্কুল দেখতে আসতেন, তাতেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। আমাকে তিনি স্নেহ করতেন, ঐ কর্ম্মের জন্যে তাঁর কাছে আবেদন কল্লাম।

দয়াল। তাতে ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট কি বল্লেন?

প্রবোধ। তিনি আমায় ডেকে বল্লেন, তুমি ২৫

সময়ে তুমি আমাকে সজল নয়নে যে উপদেশ দিয়েছিলে, আমার মনে নিরন্তর তাহাই জাগরুক রহিয়াছে। বোধ হয় শীঘ্রই আমাকে সেই উপদেশানুযায়ী হইতে হইবে।

অধিক কি লিখিব আমি ভাল আছি। সুযোগ পাইলে বাড়ীর সবিশেষ সংবাদ লিখিয়া চিত্তস্থির করিবে।

তোমার

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দাস।

সুশীলা। যাই, তবে একখান উত্তর লিখে রাখিগে, শুনেছি কালই প্রাতঃকালে ঘোষেদের বাড়ীর লোক জাভাইগঞ্জে যাবে।

[প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

বসন্ত বর্ণন।

অন্ত্যযমক।

ঋতুরাজ বসন্ত, সহিত দলবল।
দলিলেন হেমন্তের যত দল বল॥
স্থাপিলেন অবনীতে নব অধিকার।
স্বভাবের শোভা কিবা, কব অধিকার?
ভাবভরে নবরূপ, ধরিলেন ধরা।
ধরাতে ধরার শোভা, নাহি যায় ধরা!
দেখি শুভ দিন ক্ষণ, শুভ তিথি বার।
বসিলেন ঋতুনাথ বিশ্বে দিয়ে বার॥
বাঁধিলেন সবাকারে, অধীনতা পাশে।
আসক্তি [illegible] শোভা, করে বাম পাশে॥
সুরভি কালের সুধাময় চন্দ্রাতপ।
যামিনীতে শোভে যেন, চারু চন্দ্রাতপ॥
আশে পাশে প্রকাশে, গগনে যত তারা।
ঝুলে ঝুলে আছে যেন, আলো ঝাড় তারা॥
[illegible] আপনার, প্রেম অনুরাগে।
দিলেন রসন্তরাজ "প্রেম অনুরাগে"॥
মধুকর বন্দী করি, সদা গুন গুন।
যথা তথা গান করে, ঋতুরাজ গুণ॥
অব্যর্থ অকাট্য যার, পঞ্চ ফুলবাণ।
সেনাপতি মহারথী, সেই ফুলবাণ॥
পেয়ে পদ বাড়ে মদ, ভাবরসে ফুলে।
সাজালেন সৈন্যশ্রেণী, নানা জাতি ফুলে॥
ধরিয়া মুকুল বাণ, রহে সহকার।
তুলনা তাহার আর, দিব সহ কার?
পলাশ শিমূল ফুল, বসন্তের রাগে।
আগেভাগে রহে, হোয়ে রক্তবর্ণ রাগে॥
অশোক করিল সবে, ফুটিয়ে অশোক।
বিরহিণী বিবক্তী না, হইল অশোক॥
ঝাঁকরি কেয়ুর ফুল রাশি রাশি ফুটে।
গন্ধে বিরহিণী বুকে, যেন বজ্র ফুটে॥
তরঙ্গ বিহঙ্গ যত, রণবাদ্যকরে।
শাখি শাখিপরে, স্বরে রণবাদ্য করে॥
বসন্ত অধীন দিন, বাড়ে দিন দিন।
নিশা ভয়ে কৃশা হোয়ে, দিন দিন দীন॥

মধ্যযমক।

তুরন্ত বসন্তকাল, কাল বিরহির।
মনোদুঃখ কবে কায়, কায় নহে স্থির॥
বিরক্ত মদন, মদন করে তায়।
সুশীতল বারিতে বারিতে নাহি পায়॥
চাহে প্রাণ যায় প্রাণ যায়, সে বিকলে।
শরীরের ভার ভার, ভাবে মনে মনে॥
করি ফুলধনু, ফুলধনু সুসন্ধান।
হানে পঞ্চশর পঞ্চশর খরশাণ॥
তাহে কুহুরবে, কুহুরবে অনুক্ষণ।
ডাকিছে সে রবে রবে, কার স্থির মন?
পেয়ে সুধাকর কর, শোভিত রজনী।